

আপনার অসাধারণ প্রশ্ন: **অবাধ্য মানুষদের বাঁচানোর জন্য আল্লাহর পুত্রকে কোরবানী দেওয়া করা কি ন্যায় বিচার?**

এটা সত্য যে আমাদের উত্তর দেওয়ার জন্য পাক আল্লাহ প্রতিটি অংশে নিখুঁত এবং সর্বোত্তম ভিত্তি। আল্লাহর সমস্ত গুণাবলী সব সময়ে নিখুঁতভাবে একসাথে কাজ করে। সমস্ত গুণাবলী নিখুঁতভাবে, ক্রমাগত, এবং একই সাথে আল্লাহর ইচ্ছার কাজ করার জন্য অন্য কোনও গুণকে অন্য বৈশিষ্ট্যের উপরে উল্লীত করা হয় না।

কিছু লোক এই মহান সত্যটিকে ভুল বোঝে কারণ এটি মানুষের মনের জন্য একটি বিদেশী ধারণা। আমরা অস্থায়ী প্রাণী এবং আমাদের বিশ্বের সমস্ত জিনিসের প্রতি "পর্যায়" প্রতিক্রিয়া জানাই। এর জন্য মায়ের ক্রিয়াগুলিকে উল্লত করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্রিয়াগুলিকে আলাদা করে রাখা প্রয়োজন।

আল্লাহর ক্ষেত্রে তাই নয়। এখানেই আমাদের ন্যায়বিচার / করুণা / ভালবাসা এবং অসীম আল্লাহর অন্যান্য অগণিত গুণাবলী সম্পর্কে অতিপ্রাকৃতভাবে চিন্তা করার বিস্ময়কর সুযোগ রয়েছে।

আল্লাহর মধ্যে এই গুণাবলীর প্রতিটি ঠিক একই সময়ে একসাথে কাজ করে এবং এগুলো তাঁর ইচ্ছা দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ নিখুঁত ন্যায়বিচার পূর্ণ করার জন্য নিখুঁত করুণাকে আলাদা করেন না যখন তিনি কেবল অনুতাপহীন, ক্ষমাহীন পাপীকে নিন্দা করেন।

আল্লাহর নিখুঁত ন্যায়বিচার সর্বদা নিখুঁত করুণার অবিচ্ছেদ্য সহচর হিসাবে দেখানো হয়েছে।

- পয়দায়েশ ১:২৭ পরে আল্লাহ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।

যখন আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি তাদের "স্বাধীন-ইচ্ছা পছন্দ" করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যার মধ্যে তাঁর আদেশগুলি মেনে চলার এবং নিজের উপরে তাঁকে ভালবাসার ক্ষমতা ছিলো।

আল্লাহ, যিনি সর্বজ্ঞানী, অবশ্যই তিনি সব কিছু জানেন যা কখনও ছিল বা কখনও জানা যেতে পারে। আল্লাহ জানতেন যে আদম এবং হাওয়া শয়তানের দ্বারা উপস্থাপিত মন্দ প্রলোভনে পড়বে। এইভাবে, আমাদের ভৌত জগতের কিছু সৃষ্টি হওয়ার আগে, এক পাক আল্লাহ; পিতা, পুত্র এবং রুহ, নির্ধারণ করেছিলেন যে কোনও এবং সমস্ত পাপের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের জন্য কোরবানী প্রয়োজনীয় ছিল (গুনাহ= পাক আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন)। পাপের জন্য কোরবানীর বিষয়ে এই সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের সিদ্ধান্তটি তাঁর সৃষ্টির চিরন্তন নৈতিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আল্লাহ, সব কিছু জেনেও জানতেন যে মানুষ তার নিখুঁত সৃষ্ট জগতে গুনাহনিয়ে আসবে।

মানুষের নিজের স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা, সে আল্লাহর নিখুঁত ইচ্ছা এবং আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। এই বিদ্রোহ পৃথিবীতে গুনাহউল্লেখ্যকরণ করবে। আদম এবং হাওয়ার দ্বারা প্রথম বিদ্রোহ এবং পাপের পূর্বে একটি পরিত্রাণ পরিকল্পনা স্থাপন করা না হলে মানুষ মৃত্যু এবং আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার অনন্ত শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

যেহেতু পাক আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে রক্তপাত করা পাপের জন্য প্রয়োজনীয় কোরবানী, তাই আল্লাহ, নিখুঁত ভালবাসা এবং করুণার জন্য, স্বেচ্ছায় আল্লাহ পুত্রের মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য নিজেকে বলিদান করতে বেছে নিয়েছিলেন যাতে পাপী মানবজাতিকে মুক্ত করা যায় এবং নিজের সাথে পুনর্মিলন করা যায়।

যেহেতু আল্লাহ চিরন্তন এবং তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারেন না, তাই আল্লাহর নিখুঁত, ধার্মিক ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ পুত্রকে নিখুঁত মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল। এইভাবে, পিতা, পুত্র এবং রুহ, সম্পূর্ণ একতায়, একই সাথে নির্ধারণ করেছিলেন যে আল্লাহ পুত্র, এখনও তাঁর নিখুঁত আল্লাহস্ব বজায় রেখে, নিখুঁত মানবতাকে তাঁর আল্লাহস্বের সাথে একত্রিত করেছেন। এটি বিবি মরিয়ম নামক একজন কুমারীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল, একজন মানুষের গুনাহপ্রকৃতি এবং রক্তপ্রবাহ ছাড়াই হজরত ঈসাকে জন্ম দিয়েছিল।

প্রশ্ন: **অবাধ্য মানুষদের বাঁচানোর জন্য আল্লাহ কি তার পুত্রকে কোরবানী দেওয়া করেছেন?**

সারাংশ উত্তর: হ্যাঁ, আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং সর্বদা নিখুঁতভাবে ন্যায়্য! আল্লাহ সর্বদা নিখুঁত ছিলেন এবং আছেন। তিনি ন্যায়বিচার ও করুণাতে নিখুঁত। হজরত ঈসাকে একজন মানুষ হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করে যে কোনো ব্যক্তির জন্য কোরবানী দিতে হবে যারা হজরত ঈসাকে বিশ্বাস করবে, বিশ্বাস করবে এবং তাকে অনুসরণ করবে, আল্লাহ পিতা নিখুঁত ন্যায়বিচার এবং নিখুঁত প্রেম এবং নিখুঁত করুণাতে কাজ করেছেন। পাক নিখুঁত আল্লাহর সাথে কখনোই কোনো অন্যায় নেই।

আমাদের কারণে পাপের জন্য সলিবের উপর মৃত্যু এবং কোরবানী যথাযথভাবে তাঁর মানব সৃষ্টির জন্য নিখুঁত ভালবাসা এবং করুণাকে চিত্রিত করে যখন একই সাথে তাঁর সৃষ্টিকে সাক্ষ্য দেয় যে নিখুঁত ন্যায়বিচার কী সম্পন্ন করেছিল।

- হিজরত ১৮:২০ তারপর তুমি তাঁর সমস্ত নিয়ম ও নির্দেশ সম্বন্ধে তাদের হাঁশিয়ার করে দেবে। এছাড়া কিভাবে চলতে হবে এবং কি কাজ তাদের করতে হবে তা তুমি তাদের বুঝিয়ে দেবে।
- ইউহোন্না ১৫:১৩ কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে বেশী মহব্বত আর কারও নেই।

হজরত ঈসা, আল্লাহর পুত্র তিনি বেগুনাহ এবং যিনি নিখুঁত প্রেমের সাথে, গুণাগুণদের [আপনার এবং আমার] জন্য তাঁর জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

আল্লাহর সংজ্ঞা: **ত্রিষ আল্লাহ** তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন আল্লাহ: পিতা, পুত্র এবং পাক রহ। ত্রিষ আল্লাহ = তিন সহ-অস্তিত্বশীল, সহ-শাস্ত ব্যক্তি যাকে আলাদা করা যায় না।

নিখুঁত বিচার ও নিখুঁত দয়া প্রায় ২০০০ বছর আগে ক্যালভারির সলিবে একসাথে যোগ দিয়েছিলেন যা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্পকে পুরোপুরি ঘোষণা করেছিলেন! আল্লাহর গুণাবলী একযোগে নিখুঁত প্রজ্ঞা, জ্ঞান, শক্তি, বেদনা এবং আনন্দের সাথে অনন্তকাল অতীত থেকে অনন্তকালের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত যোগাযোগ করে। ত্রিষ আল্লাহ সমানভাবে এবং নিখুঁতভাবে আল্লাহর পুত্র হজরত ঈসার সলিবে মৃত্যুর বেদনা ভাগ করেছেন। একটি সমান মহান সত্য হল যে আল্লাহ নিখুঁতভাবে এবং সমানভাবে আল্লাহর পুত্র, হজরত ঈসার পুনরুত্থানের আনন্দকে তিন দিন পরে ভাগ করেছিলেন।

আল্লাহ পিতা আল্লাহ-মানুষ, হজরত ঈসা মসীহকে তাঁর ডান হাতে এখন এবং অনন্তকালের জন্য সমস্ত কিছু উপরে অবস্থান করতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন। বাইবেলের অসংখ্য অবিশ্বাস্য সত্য অনুচ্ছেদের মধ্যে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে একটি ইফিষীয় ১:১৭-২২ এ পাওয়া যায়।

- ইফিষীয় ১:১৭-২২ মুনাজাত করবার সময় আমি তোমাদের কথা ভুলে যাই না। আমি মুনাজাত করি যেন আমাদের হযরত ঈসা মসীহের আল্লাহ্, অর্থাৎ সেই গৌরবময় পিতা তোমাদের রূহানী জ্ঞান ও বুঝবার ক্ষমতা দান করেন, যাতে তোমরা তাঁকে আরও ভাল করে জানতে পার। আমি আরও মুনাজাত করি যেন তোমাদের দিলের চোখ খুলে যায়, যাতে তাঁর ডাকের ফলে তোমাদের দিলে যে আশা জেগেছে তা তোমরা বুঝতে পার; আর তার সংগে এও বুঝতে পার যে, তাঁর কাছে তাঁর বান্দারা কত বড় একটা সম্পত্তি এবং আমরা যারা ঈমানদার আমাদের দিলে তাঁর কত বড় শক্তি কাজ করছে। **এ সেই একই মহাশক্তি, যার দ্বারা তিনি মৃত্যু থেকে মসীহকে জীবিত করে তুলেছেন এবং বেহেশতে তাঁর ডান দিকে বসিয়েছেন।** আসমানে যাদের হাতে সমস্ত শাসন, ক্ষমতা, শক্তি এবং কর্তৃত্ব রয়েছে তাদের তিনি মসীহের অধীন করেছেন। আর যাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তা সে এই **যুগেই হোক কিংবা আগামী যুগেই হোক, সব নামের উপরে মসীহের নাম।** আল্লাহ্ সব কিছু মসীহের পায়ের তলায় রেখেছেন এবং তাঁকে সব কিছু অধিকার দিয়েছেন, আর তাঁকেই জামাতের মাথা হিসাবে নিযুক্ত করেছেন।

আমরা মনে করি না যে আমরা কখনই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব আল্লাহর নিখুঁত ভালবাসা আমাদের জন্য তাঁর দুর্বলতা, এটা তাদের জন্য যারা আল্লাহকেন্দ্রিক প্রাণী, যারা প্রত্য্যখ্যান করেছিল এবং আমাদের প্রতি তাঁর নিখুঁত ভালবাসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

কেন পাক আল্লাহ কেবল আমাদের বিদ্রোহীদের ধ্বংস করবেন না? সসীম প্রাণীরা যারা শুধুমাত্র আংশিকভাবে ভালবাসতে পারে এবং সম্পূর্ণরূপে নয়, আমরা কখনই বুঝতে পারব না যে পাক আল্লাহ আমাদেরকে কীভাবে ভালোবাসবেন, যাকে তিনি তাঁর নিজের চিরন্তন প্রতিমূর্তিতে তৈরি করেছেন, যে তিনি স্বেচ্ছায় আমাদেরকে নিজের সাথে মিলিত করার জন্য অসীম যন্ত্রণা ভোগ করবেন যাতে বেহেশ্তে তাঁর সাথে চিরকাল নিখুঁত আনন্দে বাস করতে পারে।

দুঃখজনকভাবে পাপ-বিবাহিত বিদ্রোহীদের কাছে আল্লাহ আমাদের কাছে যা জিজ্ঞাসা করেন তা হল আমরা আমাদের আশাহীনভাবে হারিয়ে যাওয়া অবস্থাকে চিনতে পারি এবং আমাদের গুনাহএবং প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে আমরা যে কোরবানীর জন্য অর্জিত করেছি তার জন্য একটি নিখুঁত বিকল্পের আমাদের প্রয়োজনের ভগ্ন-হৃদয় স্বীকৃতিতে তাঁর কাছে চিৎকার করি।

পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় সমস্ত লোকের অবশ্যই পিতরকে হজরত ঈসার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে:

- ইউহোন্না ২১:১৫ তাঁদের খাওয়া শেষ হলে পর ঈসা শিমোন পিতরকে বললেন, “ইউহোন্নার ছেলে শিমোন, ওদের মহব্বতের চেয়ে **কি তুমি আমাকে বেশী মহব্বত কর?**” শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, “স্বী, প্রভু, আপনি জানেন আপনি আমার কত প্রিয়।” ঈসা তাঁকে বললেন, “আমার শিশু-ভেড়াগুলো চরাও।”

আল্লাহর নিখুঁত প্রেমের চূড়ান্ত চিরন্তন প্রত্যাখ্যান দেখানো হয় যখন লোকেরা, শেষবার, আল্লাহর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য হজরত ঈসার মৃত্যুর দ্বারা স্পষ্টভাবে চিত্রিত।

যখন একজন ব্যক্তি পাক আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য নাজাত এবং পুনর্মিলন ক্রয় করার জন্য তাঁর পুত্রের জীবন এবং মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের জন্য তাঁর নিখুঁত আল্লাহর ভালবাসার প্রকাশকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন তারা অবশেষে পাক আল্লাহর কাছ থেকে চিরতরে আশাহীন অন্ধকার, বেদনা এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অতিক্রম করে।

কিন্তু, যে ব্যক্তি হজরত ঈসার প্রশ্নের উত্তর দেয় তাতে তার কী লাভ হয়: “**তুমি কি আমাকে মহব্বত করো?**” পিতর উত্তর দেন, “হ্যাঁ, ‘প্রভু; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি।”

পাক রুহ, হজরত পৌলের শব্দগুলি ব্যবহার করে, হজরত ঈসা মসীহকে যারা ভালোবাসে তাদের শেষ বলে দেয়:

- রোমীয় ৮:১৪-১৫, ১৭ কারণ যারা আল্লাহর রুহের পরিচালনায় চলে **তারাই আল্লাহর সন্তান**। তোমরা তো গোলামের মনোভাব পাও নি যার জন্য ভয় করবে; তোমরা আল্লাহর রুহকে পেয়েছ যিনি তোমাদের সন্তানের অধিকার দিয়েছেন। সেইজন্যই আমরা আল্লাহকে আক্বা, অর্থাৎ পিতা বলে ডাকি। আমরা যদি সন্তানই হয়ে থাকি তবে আল্লাহ তাঁর সন্তানদের যা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন আমরা তা পাব। **মসীহই আল্লাহর কাছ থেকে তা পাবেন আর আমরাও তাঁর সংগে তা পাব**, কারণ আমরা যদি মসীহের সংগে কষ্টভোগ করি তবে তাঁর সংগে মহিমারও ভাগী হব।

আমরা এখন অন্যদেরকে এই **সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প** বলার এই অবিশ্বাস্য সুযোগ পেয়েছি!

আজ কাকে বলবেন?

সবার প্রতি আমাদের ভালোবাসা,

মসীহতে -

জন + ফিলিস